নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশৎ লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি॥

হে রাজন্! সাধুজনার একমাত্র গতি এই শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চন, নমস্কার, দাস্য, সৌখ্য এবং আত্মসমর্পণ—সকল মানব-মাত্রেরই এই নববিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া কীর্তিত, অর্থাৎ সকল মানবেরই এই নববিধা ভক্তির মধ্যে কোন এক অঙ্গভক্তি অবশ্যই করিতে হইবে। সত্য, দয়া প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিত এই ৩০টি লক্ষণধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানে ভক্তি না করিলে সর্ব্ববর্ণী ও আশ্রমীর প্রত্যবায়ের কথা ১১।৫ অধ্যায়ে "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে শুনা যায়, তেমনই—

"মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্"।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতকম্॥

যিনি মাতার মত সর্ব্ব জীবকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন, সেই দেবারাধ্য সৃষ্টি-সংহারকারক শ্রীকৃষ্ণকে যে মানব অর্চ্চনা করে না, সেইজন ব্রহ্মঘাতী—ইত্যাদি শ্লোকে মহাভারতে শ্রীভগবানে ভক্তিহীনজনের নিন্দার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

হে অর্জ্জুন! আসুরভাবাপন্ন মায়ায় অপহৃতবিবেক দুষ্কর্ম্মনিরত মূঢ় নরাধমগণ আমার চরণে শরণ গ্রহণ করে না—ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবদগীতোপনিষদেও শ্রীভগবানে ভক্তিহীন মানুষের নিন্দার উল্লেখ আছে।

দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ॥

দৈব এবং আসুরভেদে ভূতসর্গ দুই প্রকার। তন্মধ্যে বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ দৈব আর বিষ্ণুভক্তিবিহীন আসুর। অগ্নি ও বিষ্ণুপুরাণে—বিষ্ণুভক্তিহীন প্রাণীকে আসুর সর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনো বচনে হিতার্থ
প্রাণং পুণাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ।